লেখালেখি নিয়ে

# হেমিংওয়ের ভাবনা

# লেখালেখি নিয়ে
# হেমিংওয়ের ভাবনা

অনুবাদ, ভূমিকা এবং সম্পাদনা

আদনান সৈয়দ

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

লেখালেখি নিয়ে হেমিংওয়ের ভাবনা

অনুবাদ, ভূমিকা এবং সম্পাদনা
আদনান সৈয়দ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৭৫ টাকা

Lekhalekhi Neye Hamingwayr Bhabna Translated by Adnan Syed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Fourth Edition: March 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-07-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

# উৎসর্গ

বন্ধু এবং গল্পকার নসরত শাহকে যিনি শিল্প এবং শিল্পী দুটো সত্তাকেই প্রাণপণ ভালোবাসেন, আত্মায় লালন করেন—

# সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : একজন লেখকের প্রতিচ্ছবি ১১
হেমিংওয়ের শিল্পভাবনা ও তাঁর লেখকসত্তা ১৪

অধ্যায় ১
লেখা কী এবং লেখার কাজ কী? ২৬
অধ্যায় ২
লেখকের গুণাবলি ২৯
অধ্যায় ৩
লেখার আনন্দ এবং বেদনা ৩৩
অধ্যায় ৪
কী লিখবেন? ৩৯
অধ্যায় ৫
লেখকের প্রতি পরামর্শ ৪৫
অধ্যায় ৬
লেখার অভ্যাস ৫৩
অধ্যায় ৭
লেখকের চরিত্র ৬৩
অধ্যায় ৮
লেখককে জানতে হবে লেখায় কী বাদ দিতে হবে ৬৯
অধ্যায় ৯
অশ্লীলতা ৭৩

অধ্যায় ১০
শিরোনাম ৭৮
অধ্যায় ১১
অন্য লেখকদের প্রসঙ্গে ৮১
অধ্যায় ১২
লেখকের রাজনীতি ৮৭
অধ্যায় ১৩
লেখকের জীবন ৮৯

হেমিংওয়ের পত্রবন্ধুদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০২
টীকা এবং তথ্যনির্দেশ ১১০

# ভূমিকা

Art is not a pleasure trip, it's a battle. কোনো সন্দেহ নেই শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বক্তব্যের গভীরতা অনেক ব্যাপক এবং শিল্পসত্তা গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর কর্মে। সে জন্যই একজন শিল্পীকে আজীবন তাঁর শিল্প নির্মাণে ধ্যানী কারিগর হতে হয়, শিল্পসত্তাটি অর্জন করতেও প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, রক্তাক্ত হতে হয়। তবে কাজটি এত সহজ নয়।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একজন মহান লেখকের নাম। কিন্তু তাঁর মহত্ত্বের আসল দীপ্তি ধরা পড়ে তাঁর প্রিয় লেখকদের প্রতি অদ্ভুত এক দায়বদ্ধতাবোধ। তিনি চেয়েছিলেন, যাঁদের তিনি ভালোবাসেন, যাঁদের লেখনীতে সম্ভাবনার আভাস দেখেছেন তাঁরা যেন সঠিক পথেই লেখক হয়ে ওঠেন। তাই কখনো দীর্ঘ চিঠির ভাঁজে, কখনো হঠাৎ পাঠানো টেলিগ্রামে, কখনো আড্ডার টেবিলে কিংবা তাঁর নিজস্ব গ্রন্থের পাতায় তিনি রেখে গেছেন লেখালেখি সম্পর্কে অসংখ্য মূল্যবান পরামর্শ। এই পরামর্শগুলোতে ছিল যেমন এক লেখকের প্রতি আরেক লেখকের অনিবার্য দায়িত্ববোধ, তেমনি ছিল সীমাহীন আন্তরিকতা। আবার সেসব চিঠিতে কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে লেখকের সংবেদনশীল সত্তায় বাজতে থাকা টুংটাং একাকিত্ব, তীব্র অভিজ্ঞতার ঝংকার। আর ঠিক এই কারণেই বলা যায় একজন মহৎ লেখক শুধু নিজের লেখাতেই মহত্তর হন না; তিনি অন্যদের পথও সমানভাবে আলোকিত করে যান। সেই কাজটিই হেমিংওয়ে বিস্ময়কর গভীরতায় সম্পন্ন করেছেন।

হেমিংওয়ের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই চিরকুটগুলোকে এক মলাটে ধরার ভাবনাটি আমার মাথায় আসে গত বছর, নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে

অনুষ্ঠিত 'হেমিংওয়ে পাঠ' নামের এক সাহিত্যসন্ধ্যায় অংশ নেওয়ার পর। সেদিন যেন মনে হলো লেখালেখি বিষয়ে হেমিংওয়ের এই হৃদয় স্পর্শ করা কথাগুলো আমাদের দেশের বাংলাভাষী লেখক এবং পাঠকদের আত্মাতেও পৌঁছানো উচিত। বাংলা ভাষার পাঠক-লেখকদের সামনে এগুলো তুলে ধরতে পারলে কতই না সমৃদ্ধ হবে তাঁদের ভাবনা, তাঁদের লেখার জগৎ! বিশেষ করে যাঁরা নবীন লেখক আছেন তাঁদেরকেই আমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। অন্তত হেমিংওয়ের দেখিয়ে দেওয়া পথে তাঁরা যদি হাঁটেন এবং লেখালেখিতে সফল হন তাহলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে। সেই মুহূর্তের অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে আমি কাজে নেমে পড়ি। হেমিংওয়ের বন্ধুদের কাছে পাঠানো চিঠি, ছোট চিরকুট, তারিখসহ নানা টুকরো দলিল, বইপত্র নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আর শেষ পর্যন্ত সব খণ্ড খণ্ড আলোর মতো টুকরোগুলো একত্র হয়ে জন্ম নেয় *লেখালেখি নিয়ে হেমিংওয়ের ভাবনা* মলাটে বন্দি এক অনন্য যাত্রার গল্প। পাঠক লক্ষ করবেন এখানে হেমিংওয়ের তাঁর বন্ধুদের সম্বোধনের গুরুত্ব বুঝে আমি 'তুমি' এবং 'আপনি' ইচ্ছে করেই রেখেছি। পাঠকের কথা ভেবেই হেমিংওয়ে যাঁদেরকে চিঠি লিখেছেন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে দিয়েছি। এই ছোটখাটো চিরকুট আর চিঠিগুলো যদি একজন নবীন লেখকের লেখকতায় ন্যূনতমও কোনো কাজে লাগে তাহলেই হেমিংওয়ের প্রচেষ্টা সার্থক।

ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুপ্রতিম তরুণ প্রকাশক, লেখক, সম্পাদক এবং কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সজল আহমদকে। তাঁর উৎসাহ না পেলে এবার হয়তো এই পাণ্ডুলিপি গোছানো হতো না।

**আদনান সৈয়দ**
কুইন্স, নিউইয়র্ক
২৫/২/২৬

# আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : একজন লেখকের প্রতিচ্ছবি

বিশ শতকের আমেরিকান কথাসাহিত্যের আকাশে যে কয়েকটি নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আজও দীপ্তিমান, তাঁদের অন্যতম হলেন Ernest Hemingway। তাঁর জীবন, সাহিত্য, পুরস্কার এবং সময়কে অতিক্রম করা সব মিলিয়ে তিনি যেন এক বিরল ধাতুর নির্মিত কিংবদন্তি। যুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি, সাহস, নৈঃসঙ্গ্য, মৃত্যুচেতনা এসবের প্রতি তাঁর গভীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ই তাঁকে গড়ে তুলেছিল ও তাঁর লেখাকে, যার প্রতিটি বাক্য যেন অস্ত্রের মতো ধারালো, অথচ সজল মানবিকতায় ভেজা।

হেমিংওয়ের লিখনশৈলীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচকেরা যে উপমাটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন, তা হলো তাঁর Iceberg Theory। দৃষ্টিগোচর অল্প, অথচ অদৃশ্য গভীরতাই হলো লেখার মূল। সংলাপের সংযম, বর্ণনার শুষ্কতা, সরল বাক্যের মধ্যে লুকোনো জটিল মানবিক বিপন্নতার ইঙ্গিত ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্য। বুলফাইট, যুদ্ধক্ষেত্র, সাগরের নিঃসঙ্গতা, মাছ ধরা বা প্রেমের ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনি লিখেছেন এমনভাবে, যেন পাঠক নিজেই অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যিকারের শব্দ কখনোই অলংকারে মোড়া যায় না। লেখককে তাঁর উত্তেজনা লুকোতে হয়, অনুভূতিকে ধারালো করতে হয়, আর পাঠককে নিজের হৃদয়ের ওপর শব্দের ওজন অনুভব করতে দিতে হয়।

হেমিংওয়ের সাহিত্যজগৎ মূলত মানুষের ভাঙনকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধ তাঁর কাছে ছিল শুধু রাজনৈতিক সংঘর্ষ। মানুষকে তার ভেতর থেকে ফাঁপা করে দেওয়া এক অভিজ্ঞতা। তাই *A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, The Old Man and the Sea* একেকটি দলিল। কিন্তু

হেমিংওয়ের সাহিত্য শুধু হতাশার গীত নয়, বরং সেই হতাশার ভেতর টিকে থাকার সংকল্পেরও কাব্য। তাঁর প্রতিটি চরিত্র যেন জীবনের নির্মম আঘাতেও শেষ পর্যন্ত বলে ওঠে—A man can be destroyed but not defeated.

তাঁর সাহিত্যিক অবদানের স্বীকৃতি আসে আন্তর্জাতিক পরিসরে। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি, বিশেষত তাঁর *The Old Man and the Sea*-এর অসামান্য কাব্যময় নৈঃসঙ্গ্য ও মানবিক স্থিতির জন্য। এর আগে তিনি পেয়েছিলেন পুলিৎজার পুরস্কার যা আমেরিকান কথাসাহিত্যে তাঁর আধিপত্যকে আরও দৃঢ় করে।

কিন্তু হেমিংওয়ের কাছে পুরস্কার কখনোই লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল লেখার পবিত্রতা, নির্জন এবং সততার সঙ্গে নির্মিত শিল্পকর্ম করা। খ্যাতি হেমিংওয়ের জীবনে একদিক থেকে আশীর্বাদ, অন্যদিক থেকে অভিশাপ। তিনি ছিলেন এক রোমান্টিক মানুষ, শিকারি, সমুদ্রমানব, অভিযাত্রী আবার মদ্যপায়ী দার্শনিক। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জনতার কৌতূহল ছিল প্রবল। কিন্তু এই বাহ্যিক খ্যাতির আড়ালেই ছিল গভীর এক সংগ্রাম, শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক ভাঙন, আত্ম-সন্দেহ ও নৈঃসঙ্গ্য। হেমিংওয়ে বুঝতেন সৃষ্টির প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নীরবতায়, আলোড়নে নয়।

বর্তমান এই সময়েও হেমিংওয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। কেন তিনি প্রাসঙ্গিক? হেমিংওয়ের প্রাসঙ্গিকতার মূল কারণ তাঁর মানুষকে দেখার দৃষ্টি। মানুষ যখন যুদ্ধে ক্লান্ত, প্রেমে ব্যর্থ, জীবনে ক্ষতবিক্ষত, তখনও টিকে থাকার শক্তি কেমন করে জোগাড় করে এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর চরিত্রগুলো আজও খুঁজে ফেরে।

আজকের অতিরঞ্জিত ভাষাজগতেও তাঁর মিতব্যয়ী গদ্য এক সতেজ নিঃশ্বাস। যুদ্ধের ভেতর-বাইরের মানুষকে তিনি এমন নিখুঁতভাবে ধরেছেন, যা সময়ের ঊর্ধ্বে। সমুদ্র, জঙ্গল, আকাশ—এই সবই তাঁর কাছে জীবনের প্রতীক, যা আজও পাঠককে ডাকে। শক্তিমান পুরুষমানসের আড়ালে লুকোনো দুর্বলতার যে প্রতিচ্ছবি তিনি দেখিয়েছেন, তা আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে শুধু একজন লেখক নন; তিনি মানুষের সংগ্রাম, প্রেম, বেদনা, একাকিত্ব এবং টিকে থাকার ইচ্ছাশক্তির এক প্রতীক। তাঁর বাক্যের নির্মোহ সংযম, চরিত্রের নিস্তরঙ্গ বেদনা এবং জীবনের ধ্রুব বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস সবই তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে।

হেমিংওয়ের বই পড়া মানে যেন নিজের ক্ষতগুলো স্পর্শ করা আর বুঝতে পারা, জীবন যতই কঠিন হোক, টিকে থাকার একটা আলো কোথাও না কোথাও শেষ পর্যন্ত থাকে।

# হেমিংওয়ের শিল্পভাবনা ও তাঁর লেখকসত্তা

১৯৫৮ সালে *দি প্যারিস রিভিউর* ১৮তম সংখ্যার জন্য কথাসাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আরেক কথাসাহিত্যিক জর্জ প্লিম্পটন। কথায় কথায় তিনি হেমিংওয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি একজন লেখক হবেন ঠিক কোন মুহূর্তে আপনি এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন?' হেমিংওয়ের উত্তর ছিল, 'না তেমন কোনো মুহূর্তের কথা আমি ঠিক জানি না। তবে আমি শুধু জানতাম আমি একজন লেখকই হব।'

পরবর্তী জীবনে হেমিংওয়ে একজন লেখকই হয়েছিলেন। এমন একজন লেখক হয়েছিলেন যাঁকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া একজন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর লেখালেখির বিশেষ ধরন আর কায়দাকানুন ছিল আলাদা। আর সেই আলাদা এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখালেখি দিয়েই তিনি হয়ে ওঠেন গোটা পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ *দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি* ১৯৫৩ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পায়। সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য ১৯৫৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

লেখালেখিতে তাঁর ছিল এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন। তাঁর সমসাময়িক অন্য লেখকদের মতো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে শুধুমাত্র লিখেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি বরং তিনি তাঁর লেখালেখির অভিজ্ঞতাটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, সাহিত্য-সমালোচক, প্রকাশক এবং বিভিন্ন শিল্পসাহিত্য পত্রপত্রিকায় শেয়ার করেছেন, লেখালেখির চড়াই-উৎরাই পথের নানারকম বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন আবার উদ্বুদ্ধও করেছেন। যাঁরা শিল্পসাহিত্যজগতে হাত পাকাতে চান, লেখকসত্তার বন্ধনে নিজেদের

দেখতে চান, হেমিংওয়ে তাঁদের জন্য রেখে গেছেন নানারকম লেখক সাহিত্যিক হওয়ার নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিতে বা তাঁর গ্রন্থে খোলামেলাভাবেই লেখালেখি নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন একজন লেখকের লেখকসত্তা কেমন হওয়া উচিত, একজন লেখক কেমন করে ধীরে ধীরে একজন সত্যিকারের লেখক হয়ে উঠতে পারেন।

অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায়, হেমিংওয়ের লেখালেখি সংক্রান্ত নানা ধরনের উপদেশ এবং পরামর্শগুলো আত্মস্থ করে একজন নবীন লেখক খুব সহজেই তাঁর নিজের লেখালেখির পথটি খুঁজে পেতে পারেন এবং একই সাথে আবিষ্কার করতে পারেন কীভাবে তাঁর নিজের শ্রমসাধ্য সৃষ্টিকে একটি যথাযথ পরিপূর্ণ শিল্পে রূপ দেওয়া যায়। হেমিংওয়ের লেখালেখি সংক্রান্ত চিঠিপত্র পড়ে একজন নবীন লেখক খুব সহজেই তাঁর নিজের শিল্পসত্তাকে রাঙিয়ে তুলতে পারেন। একজন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা লেখকের জন্য হেমিংওয়ে একজন বিশ্বস্ত অভিভাবক, একজন পথপ্রদর্শক এবং একজন শিক্ষক।

এবার লেখালেখি নিয়ে হেমিংওয়ের ভাবনাগুলোর ভেতর প্রবেশ করা যাক। কী ভাবছেন হেমিংওয়ে? তিনি কি সত্যি একজন নবীন লেখকের মনের অবস্থা নিজের আত্মায় ধারণ করতে পেরেছিলেন? নিজের লেখালেখির অভিজ্ঞতার আলোকে দিব্যগুণে তিনি নবীন লেখকদের মনের অবস্থা দেখতে পেরেছিলেন?

হেমিংওয়ে নিজের লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করতেন না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি বিশ্বাসও করতেন না একজন লেখককে খুব বেশি কথা বলা উচিত। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে এসে তাঁর সে ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে এবং নানা সময়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেখালেখি প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, এই নিয়ে উপদেশ দিয়েছেন এবং কখনো কখনো নানা বিষয়ে সাবধানও করেছেন। হেমিংওয়ে জানিয়েছেন একজন লেখকের লেখকসত্তা তৈরি হওয়ার পেছনের গল্প, লেখালেখিতে লেখক কীভাবে তাঁর নিজের সত্তাটিকে বিলিয়ে দেবেন সেই রহস্যের কথা এবং

লেখালেখিতে লেখকের ত্যাগ কত গভীর হবে সে কথাটাও। তিনি তাঁর দীর্ঘ লেখকজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখালেখির সৌন্দর্য আর ব্যাকরণ নিয়েও অনেক কথা অকপটে জানিয়েছেন।

লেখালেখির শুরুতে একজন লেখকের প্রস্তুতিটা কেমন হওয়া উচিত? কীভাবে তিনি লেখালেখি শুরু করবেন এবং এর শুরুটাই-বা কেমন হবে এই প্রশ্ন নিয়ে নবীন লেখকদের সবসময়ই একটি ভাবনা কাজ করে। এই নিয়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১৯৩৩ সালে তাঁর লেখকবন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে এই বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটি জানিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় :

'প্রথমেই যতটুকু সম্ভব আমি কল্পনায় আমার দেখা পৃথিবীর একটি ছবি আঁকি। তারপর ধীরে ধীরে তা আত্মস্থ করি এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই।'

হেমিংওয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই এই কথাগুলো বলেছিলেন। সন্দেহ নেই, যেকোনো লেখকের জন্য এই কয়টি বাক্য খুব গরুত্বপূর্ণ। ইদানীং একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, অনেক লেখক অনেক বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করেন কিন্তু দেখা যায় সেই বিষয়টির ওপর লেখকের যদি ভালো দক্ষতা বা জ্ঞান না থাকে তখন সেটি আর ভালো লেখা হিসেবে দাঁড়ায় না। একজন লেখক যদি কল্পনায় তাঁর নিজের পৃথিবীটাকে না-ই দেখতে পান তাহলে তাঁর পাঠক সেই পৃথিবীটাকে দেখবেন কোন উপায়ে? লেখক যখন লিখবেন পাঠক সেটি তখন পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে বইকি! হেমিংওয়ে এক চিঠিতে লিখেছেন :

'প্রতিটি ভালো বই দেখতে একই রকম। কারণ বইগুলো সত্যের চেয়েও বাস্তব। পড়ার পর মনে হবে নিজের জীবনের সাথেই বুঝি এমনটা ঘটেছিল। তারপর মনে হবে বইটির প্রতিটা শব্দই বুঝি আমার জীবনের গল্প। আমার জীবনের ভালো, মন্দ, পারিপার্শ্বিক অবস্থান এমনকি পরিবেশ সব কিছুই তখন মনে হবে বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।'

হেমিংওয়ে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতেও বিষয়টি নিয়ে আরও